সমৃদ্ধির জন্য কাঁকড়া

সেপ্টম্বর'২০২০ ইং

কাঁকড়া চাষ প্রকল্প:

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহযোগীতায় আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ইফাদ এর অর্থায়নে Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) Project এর আতওতায় কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প টি কোস্ট ট্রাস্ট বাস্তবায়ন করছে। কক্সবাজার জেলার সদর, টেকনাফ, চকরিয়া, মহেশখালী ও উখিয়া উপজেলার ৭৫০০ জন কাঁকড়া চাষী প্রকল্পের আওতাভুক্ত। ৩৩ মাস মেয়াদী প্রকল্পটি মার্চ ২০১৮ সাল হতে শুরু করে ডিসেম্বর ২০২০ মাস পর্যন্ত চলবে।

প্রকল্পটির লক্ষ্য:

উন্নত পদ্ধতিতে কাঁকড়ার চাষ ও মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে কাঁকড়ার উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের জনবল প্রধান ইন্টারভেনশন সমুহ:

- কাঁকড়া হাচারী স্থাপন।
- মা কাঁকড়ার খামার স্থাপন।
- সমস্যা সমাধানে ইস্যু ভিত্তিক সভা।
- ক্রস ভিজিট
- চাষীদের নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ।
- সার্ভিস প্রোভাইডর প্রশিক্ষণ।
- কাঁকড়া চাষীদের আধুনিক কলাকৌশল ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
- ফড়িয়া-ডিপো মালিকদের কাঁকড়া সংরক্ষণ ও প্যাকেজিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ।

মহেশখালীর সেলিম এখন সফল ব্যবসায়ী প্রযুক্তি ব্যবহারে কাঁকড়া খামারে দ্বিগুন উৎপাদন।

সততা ও মেধা থাকলে ব্যবসায় পুঁজি কোন সমস্যা নয়, বলছিলেন- বড় মহেশখালীর জাগিরা ঘোনার সেলিম (৩৫)।৯ ভাইয়ের মধ্যে সেলিম ৭ম। লেখাপড়ার ফাকে বড় ভাইয়ের কাঁকড়া ব্যবসায় সাহায্য করতেন। নিজেদের ডিপো না থাকার কারনে কাঁকড়া ঢাকায় পাঠাতে পারতেন না। শিকারী থেকে ক্রয় করে স্থানীয় বাজারে ডিপোতে বিক্রি করতেন, তাতেই ব্যবসা ভাল চলছিল। ২০০৪ সালে এইচ এস সি পাশ করে সেলিম চাকুরীর জন্য চেষ্টা করেননি। ভাবলেন শিকারী হতে কাঁকড়া ক্রয় করে ডিপোতে বিক্রি করে যদি এত লাভ হয় তা হলে রপ্তানীর উদ্দেশ্যে ঢাকায় পাঠাতে পারলে আরো লাভ হবে। বড় ভাই হতে মাত্র ২৫ হাজার টাকা নিয়ে ২০১৬ সালে ব্যবসায় নামে সেলিম। তার সততা ও মেধায় স্থানীয় সমিতি ও ঢাকার পাইকারদের নজর কারে।

সেলিম তার কাঁকড়ার ঘেরের পানির স্যালাইনটি দেখতেছে।

অল্প দিনের মধ্যে সমিতিভুক্ত হয়ে ডিপো মালিক বনে যান তিনি। শিকারী ও ব্যবসায়ী হতে কাঁকড়া ক্রয় করে ঢাকার পাইকারি বাজারে বিক্রি শুরু করেন। সেই থেকে আর পিছনে তাকাননি সেলিম। ব্যবসার পাশাপাশি এক একর চিংড়ির ঘের লিজ নিয়ে কাঁকড়া চাষ করেন তিনি। ২০১৮ সালে মে মাসে পিকেএসএফ ও ইফাদ এর সহায়তায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কোস্ট ট্রাস্টের কাঁকড়া চাষ ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্পে যুক্ত হন তিনি। ঐ বছরই জুলাই মাসে লিড ফার্মারদের নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষনে অংশ নেয়। প্রশিক্ষনের পর পরই প্রকল্প থেকে পরামর্শ ও নিজের মেধা দিয়ে ৪০ শতাংশ জমির উপর গড়ে তোলেন কাঁকড়া মোটাতাজা খামার। ৬ লক্ষ টাকা বিনোয়োগ করে কুতুবজোমের ঘড়ি ভাঙ্গায় বেড়ী বাঁধের বাহিরে চ্যানেলের পার্শে গড়ে তুলেন মোটাতাজা খামারটি। তিনটি পুকুরের চারি পাশে

স্থায়ীভাবে প্লাষ্টিকের নেট দিয়ে বেষ্টনি গড়ে তোলেন।১ম ব্যচে খোসা কাঁকড়া, খাদ্য ও শ্রমিক সহ ২ লক্ষ টাকা খরচ হয়, ১২ দিন পরে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার কাঁকড়া বিক্রি করেন। ১২ দিনে খরচ বাদে লাভ হয় ৫০ হাজার টাকা। বছরে ৭-৮ মাস এ প্রক্রিয়ায় বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়। চৈত্র-জৈষ্ঠ্য মাস খরা তাপ ও অত্যাধিক লবণাক্ততার কারনে ফলন কিছুটা কম হয় বলে জানান সেলিম। খামার ও ব্যবসায় তার বর্তমান পুঁজি ৮ লক্ষ টাকা। ব্যবসা করেই এ পুঁজি সংগ্রহ করেছেন তিনি। ব্যবসা দেখাশুনা করার জন্য এক জন ম্যানেজার ও ৩ জন স্থায়ী জনবল রয়েছে তাদের মাসিক বেতন ৪০ হাজার টাকা। তাছাড়াও মৌসুমে আষাড়-আশ্বিন মাসে খন্ডকালীন আরও ১৫-২০ জন শ্রমিক নিয়োগ করেন। ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে যোগাযোগের জন্য একটি মোটর সাইকেল কিনেছেন। পৌরসভায় ১০ শতাংশ জায়গা ক্রয় করেছেন। ২ কন্যা সন্তানকে উচ্চ শিক্ষিত করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সহায়তা পেলে কাঁকড়ার সংকট নিরসনে একটি হ্যাচারী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন সেলিম।

আগস্ট ২০২০ ইং মাসের কার্যবিবরনী	লক্ষমাত্রা	অর্জন
কাঁকড়া চাষীদের নিয়ে আধুনিক কলাকৌশল বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন	১২	১২
এভিসিএফ দের খামার পরিদর্শন	২০০	২০০
বিভিন্ন ধরণের কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ প্রদর্শনী বাস্তবায়ন।	০৫	০৫
কাঁকড়া চাষীদের নিয়ে উঠান বৈঠক	০৮	০৮

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ কোস্ট ট্রাস্ট, পেইস-ক্লাব প্রকল্প, আনাস ভিলা, খুরুশকুল রোড, কক্সবাজার। মোবাইলঃ ০১৩১৩৭৯৮৮৬৫, ইমেইলঃ maksud@coastbd.net

সম্পাদকীয়: সমৃদ্ধির জন্য কাঁকড়া-চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশে যারা লেখা পাঠিয়ে এবং অন্যান্যভাবে সহযোগিতা করেছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।